12

তারিখ 14 JUL 1996
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

দৈনিক ইত্তেফাক

কোড নম্বর না থাকায় অকৃতকার্য

২ হাজার এসএসসি পরীক্ষার্থীর ব্যাপারে এখনো কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নাই

রেজানুর রহমান ॥ পরীক্ষার খাতায় মাত্র কোড নম্বর না থাকায় ঢাকা বোর্ডের ১৯৯৬ সালের এস-এস সি পরীক্ষায় ফেল করা প্রায় ২ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর ব্যাপারে অদ্যাবধি কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই। মানবিক কারণে বিষয়টি বিবেচনা করিয়া দেখার দাবী উঠিয়াছে। প্রতিদিন ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের অনেকেই কখনও বোর্ড অফিসে, কখনওবা শিক্ষা মন্ত্-

(২য় পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

২ হাজার

(১ম পৃঃ পর)

লয়ে ধরণা দিতেছে; কিন্তু কোন সাড়া মিলিতেছে না। একটি সূত্র জানায়, এই ভুলের জন্য সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা কেন্দ্রের পরিদর্শকও দায়িত্ব এড়াইতে পারেন না। তাই পরীক্ষকদেরও চিহ্নিত করার উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে। ছাত্র-ছাত্রীরা শাস্তি পাইলে পরিদর্শকরাও রেহাই পাইবেন না।

মাত্র খাতায় কোড নম্বর না থাকায় ফেল করা ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন স্কুলের উল্লেখযোগ্য-সংখ্যক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীও রহিয়াছে। পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হইয়াছে কয়েকদিন পর বিভিন্ন কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হইবে। তাই শুধু ছাত্রী-ছাত্রী নয়, অভিভাবকদের মধ্যেও দুশ্চিন্তা শুরু হইয়াছে। সামান্য ভুলের কারণে হারাইয়া যাইবে কি এক বছর। এ ব্যাপারে ঢাকা বোর্ডের একজন কর্মকর্তার বক্তব্য, পরীক্ষার খাতায় কোড নম্বর লেখা পরীক্ষারই একটি অংশ। কাজেই যাহারা এই ভুল করিয়াছে তাহারা নিয়ম অনুযায়ী শাস্তি পাইবে। তিনি বলেন, এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট হলের পরিদর্শককেও দায়ী করা যায়। কারণ পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার খাতায় কোড নম্বর লেখা হইয়াছে কিনা ইহা খতাইয়া দেখাও তাহার দায়িত্ব। তিনি বলেন, এই ব্যাপারে বোর্ডের পক্ষ হইতে তদন্ত করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। দায়িত্বে অবহেলার কারণে পরিদর্শকরাও শাস্তি পাইবেন।

এদিকে পরীক্ষার খাতায় কোড নম্বর না থাকায় ফলাফল প্রকাশিত না হওয়ার বিষয়টিকে 'মানবিক কারণে' বিচার করার দাবী তুলিয়াছে শিক্ষকদের বিভিন্ন সংগঠন। একটি সূত্র জানায়, শিক্ষক সমিতি (কামরুজ্জামান) শিক্ষক সমিতি (নজরুল) বিষয়টিকে এইবারের মত ক্ষমা করার দাবী তুলিয়াছে। তবে লিখিতভাবে নয়। মৌখিকভাবে এই দাবী তোলা হইয়াছে। ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসরময়েজ উদ্দিন আহমেদ বলেন, খাতায় কোড নম্বর না থাকা ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যাপারে এখন পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই। তবে অনেকেই বিষয়টি এইবারের মত বিবেচনা করা যায় কিনা দাবী তুলিয়াছেন। ইহা এখন বোর্ডের সিদ্ধান্তের বিষয় নয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিবেন।